

হারাম ও কবীরা গুনাহ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ হারাম ও কবীরা গুনাহ পরিচিতি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ মোস্তাফিজুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

হারাম ও কবীরা গুনাহ

“হারাম” শব্দের আভিধানিক অর্থ: অবৈধ বা নিষিদ্ধ (বস্ত্র, কথা, কাজ, বিশ্বাস ও ধারণা)। শরীয়তের পরিভাষায় হারাম বলতে সে সকল গুনাহকে বুঝানো হয় যে সকল গুনাহকার শরীয়তের দৃষ্টিতে যে কোনভাবে নিন্দিত।

“কবীরা” শব্দের আভিধানিক অর্থ: বড়। শরীয়তের পরিভাষায় কবীরা গুনাহ বলতে সে সকল গুনাহকে বুঝানো হয় যে সকল গুনাহ’র ব্যাপারে কুর’আন বা সহীহ হাদীসে নির্দিষ্ট ঐহিক বা পারলৌকিক শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে অথবা সে সকল গুনাহকে কুর’আন, হাদীস কিংবা সকল আলিমের ঐকমত্যে কবীরা বা মারাত্মক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ বলতে সে সকল গুনাহকে বুঝানো হয় যে সকল গুনাহ’র ব্যাপারে শাস্তি, ত্রোধ, ঈমানশূন্যতা বা অভিশাপের মারাত্মক হুমকি বা জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

আবার কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ বলতে সে সকল গুনাহকে বুঝানো হয় যে সকল গুনাহকারকে আল্লাহ তা’আলা বা তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন অথবা যে সকল গুনাহকারকে কুর’আন কিংবা সহীহ হাদীসে ফাসিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ বলতে সে সকল কাজকে বুঝানো হয় যে সকল কাজ হারাম হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা’আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সকল শরীয়ত একমত।

আবার কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ বলতে সে সকল কাজকে বুঝানো হয় যে সকল কাজ হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুর’আনের সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে।

কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ বলতে সে সকল গুনাহকে বুঝানো হয় যে সকল গুনাহ’র বিস্তারিত বর্ণনা আল্লাহ তা’আলা সূরাহ নিসা’র শুরু থেকে নিম্নোক্ত আয়াত পর্যন্ত দিয়েছেন।

আল্লাহ তা’আলা বলেন:

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمٍ﴾

“তোমরা যদি সকল মহাপাপ থেকে বিরত থাকো যা হতে তোমাদেরকে (কঠিনভাবে) বারণ করা হয়েছে তাহলে আমি তোমাদের সকল ছোট পাপ ক্ষমা করে দেবো এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবো খুব সম্মানজনক স্থানে”। (নিসা’ : ৩১)

অনুরূপভাবে কোন ফরয কাজ পরিত্যাগ করাও কবীরা গুনাহ’র শামিল।

কবীরা গুনাহ’র উক্ত সংজ্ঞাদাতারা উহার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা বর্ণনা করেননি। বরং তাঁরা ওই সকল গুনাহকেই কবীরা গুনাহ বলে আখ্যায়িত করেন যে সকল গুনাহ’র মধ্যে উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান।

ঠিক এরই বিপরীতে কিছু সংখ্যক সাহাবা ও বিশিষ্ট আলিম কবীরা গুনাহ'র নির্দিষ্ট সংখ্যা বর্ণনা করেন।

আব্দুল্লাহ বিন্ মাস্'উদ (রাঃ) বলেন: কবীরা গুনাহ সর্বমোট চারটি।

আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হুমা) বলেন: কবীরা গুনাহ সর্বমোট সাতটি।

আব্দুল্লাহ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হুমা) বলেন: কবীরা গুনাহ সর্বমোট নয়টি।

কেউ কেউ বলেন: কবীরা গুনাহ সর্বমোট এগারোটি।

আবার কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ সর্বমোট সত্তরটি।

আবু ত্বালিব মাক্কী (রাহিমাল্লাহু) বলেন: কবীরা গুনাহ সংক্রান্ত সাহাবাদের সকল বাণী একত্রিত করলে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে:

অন্তরের সাথে সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ চারটি: আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা, কোন গুনাহ বার বার করতে থাকার মানসিকতা, যদিও তা একেবারেই ছোট হোক না কেন, আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ এবং তাঁর পাকড়াও থেকে একেবারেই নিশ্চিত হওয়া।

মুখের সাথে সম্পর্কিত কবীরা গুনাহও চারটি: মিথ্যা সাক্ষী, কোন সতী-সাধ্বী মহিলাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া, মিথ্যা কসম ও যাদু।

পেটের সাথে সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ তিনটি: মদ্য পান, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ ও সুদ খাওয়া।

লজ্জাস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ দু'টি: ব্যভিচার ও সমকাম।

হাতের সঙ্গে সম্পর্কিত কবীরা গুনাহও দু'টি: হত্যা ও চুরি।

পায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ একটি। আর তা হচ্ছে কাফির ও মুশ্রিকের সাথে সম্মুখযুদ্ধ থেকে পলায়ন।

পুরো শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত কবীরা গুনাহও একটি। আর তা হচ্ছে নিজ মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া।

আবার কোন কোন আলিমের মতে সকল পাপই মহাপাপ। কারণ, যে কোন গুনাহ'র মানেই আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে চরম স্পর্ধা প্রদর্শন ও তাঁর একান্ত নাফরমানি।

তাদের ধারণা, কোন গুনাহই তা যে পর্যায়েই হোক না কেন তা আল্লাহ তা'আলার এতটুকুও ক্ষতি করতে পারে না। সুতরাং সকল গুনাহই আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে সমান। সকল গুনাহই তাঁর নাফরমানি বৈ কি?

তারা আরো বলেন: গুনাহ'র ভয়ঙ্করতা নির্ভরশীল আল্লাহ তা'আলার অধিকার বিনষ্ট ও উহার প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শনের উপরই। তা না হলে যে ব্যক্তি শরীয়তের বিধান না জেনে হালাল মনে করে মদ পান বা ব্যভিচার করেছে তার শাস্তি অনেক বেশি হতো সে ব্যক্তির চাইতে যে ব্যক্তি তা হারাম জেনে সংঘটন করেছে। কারণ, প্রথম ব্যক্তির দোষ দু'টি: মূর্খতা ও হারাম কাজ সংঘটন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির দোষ শুধুমাত্র একটি। আর তা হচ্ছে হারাম কাজ সংঘটন। অথচ দ্বিতীয় ব্যক্তি নির্দিষ্ট শাস্তি পাচ্ছে এবং প্রথম ব্যক্তি তা পাচ্ছে না। আর তা হচ্ছে এ কারণেই যে, প্রথম ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অধিকারের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করেনি। কারণ, সে জানেই না যে তা আল্লাহ তা'আলার অধিকার। ঠিক এরই বিপরীতে দ্বিতীয় ব্যক্তি তা আল্লাহ তা'আলার অধিকার জেনেই তার প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে।

তারা আরো বলেন: গুনাহ্ মানেই আল্লাহ্ তা‘আলার আদেশ ও নিষেধকে তুচ্ছ মনে করা এবং তাঁর দেয়া নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সকল গুনাহ্ই সমান। সবই বড়।

যেমন: জনৈক ব্যক্তি তার একটি গোলামকে ভারী কাজের আদেশ করেছেন আর অন্য জনকে হালকা কাজের। অথচ তাদের কেউই উক্ত আদেশ পালন করেনি। তখন সে ব্যক্তি উভয় গোলামকেই ঘৃণা করবে এবং তাদেরকে বিক্রি করে দিবে।

তারা আরো বলেন: উক্ত কারণেই যে ব্যক্তি মক্কায় অবস্থান করেও হজ্জ করেনি অথবা যে ব্যক্তি মসজিদের পাশে থেকেও নামায পড়েনি তার অপরাধ অনেক বেশি সে ব্যক্তির চাইতে যার ঘর মক্কা বা মসজিদ থেকে অনেক দূরে। ঠিক এরই বিপরীতে অপর দু’ ব্যক্তি সমান দোষী যাদের একজন পঞ্চাশ হাজার টাকার মালিক অথচ সে যাকাত আদায় করেনি। আর অন্য জন দু’ লক্ষ টাকার মালিক তবুও সে যাকাত আদায় করেনি। কারণ, উভয় জনই যাকাত দিচ্ছে না। চাই তাদের কারোর সম্পদ বেশি হোক বা কম। অন্য দিকে যাকাত দিতে তেমন কোন পরিশ্রমও নেই।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6625>

 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন